রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ১৬, ২০০৬

## বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৪ঠা ফাল্গুন, ১৪১২/১৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৪ঠা ফাল্গুন, ১৪১২ মোতাবেক ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

## ২০০৬ সনের ৭ নং আইন

## বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৮ নং আইন) এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৮ নং আইন) এর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ (সংশোধন) আইন, ২০০৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইনের—

(ক) ধারা ১, ২, ৩, ধারা ৪ এ উল্লেখিত নতুন ধারা ৯৭ক এবং ধারা ৫ বিগত ১১ই ডিসেম্বর, ২০০৫ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) ধারা ৪ এ উল্লেখিত নতুন ধারা ৯৭খ ও ৯৭গ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।



মূল্য ঃ টাকা ২.০০

২। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৭১ এর সংশোধন**।—বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৮ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া অভিহিত, এর ধারা ৭১ এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ির পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৯৭ক এর অধীন সরকার হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত গোয়েন্দা সংস্থা, জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা, তদন্তকারী সংস্থা বা আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত সংস্থার কোন কর্মকর্তার ক্ষেত্রে এই ধারার বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না।"

৩। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৯৭ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৯৭ এর উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(২) এই আইন বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিলে অথবা সরকারের বিবেচনায় রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা জনশৃঙ্খলার স্বার্থে সরকার এই আইনের অধীন প্রদত্ত বা ইস্যুকৃত সকল বা যে কোন সনদ, আদেশ বা লাইসেন্সের কার্যকারিতা অথবা যে কোন পরিচালনাকারী কর্তৃক প্রদত্ত টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান নির্ধারিত সময়ের জন্য স্থগিত বা সংশোধন করিতে পারিবে।"

৪। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৯৭ এর পর নূতন ধারা ৯৭ক, ৯৭খ ও ৯৭গ এর সন্নিবেশ**।—উক্ত আইনের ধারা ৯৭ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৯৭ক, ৯৭খ ও ৯৭গ সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"৯৭ক। **রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা জনশৃঙ্খলার স্বার্থে বিশেষ বিধান**।—(১) এই আইন বা অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা জনশৃঙ্খলার স্বার্থে যে কোন টেলিযোগাযোগ সেবা ব্যবহারকারীর প্রেরিত বার্তা ও কথোপকথন প্রতিহত, রেকর্ড ধারণ বা তৎসম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য সরকার সময় সময় নির্ধারিত সময়ের জন্য গোয়েন্দা সংস্থা, জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা, তদন্তকারী সংস্থা বা আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত সংস্থার কোন কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত কার্যক্রমে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারীকে নির্দেশ দিতে পারিবে এবং পরিচালনাকারী উক্ত নির্দেশ পালন করিতে বাধ্য থাকিবে।

(২) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "সরকার" বলিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বুঝাইবে এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে এই ধারার বিধান প্রয়োগযোগ্য হইবে।

৯৭খ। **সাক্ষ্যমূল্য**।—সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ (১৮৭২ সনের ১নং আইন) বা অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৯৭ক এর অধীন সংগৃহীত কোন তথ্য বিচার কার্যক্রমে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।

৯৭গ। **ধারা ৯৭ক এর বিধান লঙ্ঘনের দন্ড।**—ধারা ৯৭ক মোতাবেক গোয়েন্দা সংস্থা, জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা, তদন্তকারী সংস্থা বা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া কোন আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করিলে এবং উক্ত আদেশ যদি কোন ব্যক্তি লঙ্ঘন করেন তাহা হইলে তিনি—

(ক) প্রথমবার অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে অনধিক তিন মাসের কারাদন্ড বা পাঁচ লক্ষ টাকা হইতে দশ লক্ষ টাকার যে কোন পরিমাণের অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং উক্ত অর্থদন্ড অনাদায়ে এক মাসের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন ;

(খ) দ্বিতীয়বার অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে অনধিক এক বছরের কারাদন্ড বা দশ লক্ষ টাকা হইতে বিশ লক্ষ টাকার যে কোন পরিমাণের অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং উক্ত অর্থদন্ড অনাদায়ে ছয় মাসের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন;

(গ) তৃতীয়বার এবং পরবর্তী প্রতিবার অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে তিন বছরের কারাদন্ড বা পঁচিশ লক্ষ টাকা হইতে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার যে কোন পরিমাণের অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং উক্ত অর্থদন্ড অনাদায়ে এক বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন, এবং আদালত যথার্থ বিবেচনা করিলে উক্ত ব্যক্তির নামীয় লাইসেন্স বাতিলের জন্য কমিশনকে পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে।"

৫। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৫ (অধ্যাদেশ নং ১, ২০০৫) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৮নং আইন), এর অধীনকৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইন দ্বারা সংশোধিত উক্ত বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ এর অধীনকৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান তালুকদার
সচিব।

মোঃ নূর-নবী (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।